দৈনিক বাংলা ৭০

তারিখ ...02 SEP. 1992 ...
পৃষ্ঠা... ১ ... কলাম ... ৬ ...

(৩০)

আরো বস্তুনিষ্ঠ ও উৎকর্ষ সাধন করা হবে

প্রচলিত এসএসসি পরীক্ষা পদ্ধতি ৯৪ সালে তুলে দেয়া হচ্ছে না

১৯৯৪ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন তুলে দেয়ার ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি আরও বস্তুনিষ্ঠ ও এর মান উৎকর্ষ সাধন করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। মঙ্গলবার শিক্ষা সচিব সফিউল আলম স্বাক্ষরিত এই প্রতিবাদলিপিতে এ কথা জানান হয়।

প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, এসএসসি পরীক্ষার প্রচলিত পদ্ধতি সংশোধন করা হচ্ছে বলে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় মঙ্গলবার প্রকাশিত একটি রিপোর্টের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ১৯৯৩ সালের পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকলেও ১৯৯৪ সাল থেকে এ পদ্ধতি তুলে নেয়া হবে। এতে আরও বলা হয়েছে – পরীক্ষার ফলাফলের ক্ষেত্রে বিভাগের পরিবর্তে গ্রেড পদ্ধতি চালু করা, স্কুল রেকর্ড থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর পরীক্ষার্থীদের দেবার জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়কে

(৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

প্রচলিত এসএসসি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ক্ষমতা প্রদান করা, পাসের সর্বনিম্ন নম্বর ৩৩-এর স্থলে ৪০/৪৫ করা ইত্যাদির, চিন্তাভাবনা হচ্ছে। শীঘ্রই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একটি খসড়া তৈরি করা হয়েছে.

এই রিপোর্ট জনসাধারণের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করতে পারে বিধায় সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এ জাতীয় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে পরীক্ষা পদ্ধতি আরও বস্তুনিষ্ঠ ও এর মান উৎসর্বসাধন করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।